



12720 - কারো কাপড়ে নাপাক লাগলে সে কী করবে?

প্রশ্ন

স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব করা বা দ্রুত প্রস্রাব করার সময় যদি কিছু ফোঁটা প্রস্রাব অন্তর্বাসে লগে যায়, তাহলে এর বধিান কী?

১. নজিকে পবত্রি করার জন্য কি গোসল করা আবশ্যিক?

২. মুসলমি ব্যক্তরি কি পুরো অন্তর্বাস ধৌত করতে হব, নাকি এমনটি ঘটলে প্রতবার অন্তর্বাস পরবিত্তন করতে হব, নাকি শুধু যে স্থানে প্রস্রাব লগেছে সেটি ধৌত করাই যথেষ্ট হব?

৩. যে ব্যক্তরি অন্তর্বাসে প্রস্রাবরে ফোঁটা লগেছে, সে কীভাবে নামায আদায় করবে? আর যদি সে এই অবস্থায় নামায আদায় করে, তাহলে কী তার নামায কবুল হব?

৪. যদি কোনো মুসলমি সন্দহে করে যে, প্রস্রাব লগেছেলি এমন কিছু স্থান সে ভালোভাবে ধৌত করেনি, তাহলে এর বধিান কী? নামায ও পবত্রিতার উপর এর কী প্রভাব পড়বে?

৫. যে ব্যক্তরি সন্দহে মধ্য থাকে (যে হয়তো প্রস্রাব লগেছেলি এমন কিছু স্থান সে ধৌত করেনি) এবং এই অবস্থায় সালাত আদায় করে, তার কী পুনরায় নামায আদায় করতে হব? আর এই অবস্থায় কী তার জন্য কুরআন তলিওয়াত করা এবং কুরআন স্পর্শ করা জায়যে?

৬. এই অবস্থায় তার জন্য কোন কাজগুলো করা নষিদিধ?

অনুগ্রহ করে একটি স্পষ্ট ফতোয়া প্রদান করে আমার সন্দহগুলো দূর করুন।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

১. মুসলমি ব্যক্তরি জন্য নাপাকি (নাজাসাত) থেকে বঁচে থাকা এবং নজিরে সামর্থ্য অনুযায়ী তা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করার চেষ্টা করা আবশ্যিক।

২. কারো কাপড়ে নাপাকি লাগলে তার উপর গোসল করা ওয়াজবি হয় না।

৩. নাপাকি দূর করার পদ্ধতি হলো তা ধৌত করা, যতক্ষণ না নাপাকরি চহ্ন দূর হয়ে যায়।

৪. নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য নাপাকি থেকে পবত্রিতা অর্জন করা শরত। যদি কউে তা থেকে পবত্রি না হয়, তবে তার নামায



বাতলি বলতে গণ্য হবে।

৫. যদি কারো কাপড়ে প্রস্রাবের কছু ফোঁটা লাগে, তবে সে তার কাপড়ের যে অংশে লেগেছে তা ধৌত করবে, যতক্ষণ না তার প্রবল ধারণা হয় যে নাপাকি দূর হয়ে গেছে। আর সে যে অংশ ধৌত করবে, সেটি অল্প পরিমাণ নাপাকি অন্তর্ভুক্ত হবে, যা সাধারণত ক্ষমার যোগ্য।

৬. কটে যদি সন্দেহ করে যে, সে নাপাকি দূর করেছে, নাকি করেনি; তবে সে নিশ্চিতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করবে। আর তা হলো সে নাপাকি দূর করেনি (অর্থাৎ আগের অবস্থা বহাল আছে)। অনুরূপভাবে বিপরীত ক্ষেত্রেও যদি কটে নিশ্চিতি থাকে যে তার কাপড় পবিত্র, তারপর সন্দেহ করে যে তাতে নাপাকি লেগেছে, নাকি লাগেনি; সেক্ষেত্রে মূল অবস্থা হলো পবিত্র হওয়া। কারণ সেটাই নিশ্চিতি।

৭. যদি কোনো ব্যক্তি নামায শেষ করার আগে জানতে না পারে যে তার কাপড়ে নাপাকি ছিল, তবে তার নামায শুদ্ধ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৮. কারো কাপড়ে নাপাকি থাকলে তার জন্য শুধু নামায আদায় করা জায়যে নই। তবে কুরআন তলিওয়াত করা বা কুরআন স্পর্শ করা ইত্যাদি অন্যান্য কাজ করা নষিদ্ধ নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নাপাকি থেকে সতর্ক থাকার বাধ্যবাধকতা

একজন মুসলমিরে জন্য নাপাকি থেকে দূরে থাকা এবং যথাসাধ্য তা থেকে সতর্ক থাকার চেষ্টা করা ওয়াজবি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন: ‘জনে রেখো, এই দুই জনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তবে কোনো বড় বিষয়ের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন চোগলখুরি করে বেড়োত। আর অন্যজন তার প্রস্রাব থেকে নিজেকে বাঁচাত না।’ অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে: “অন্যজন প্রস্রাব থেকে পবিত্র থাকত না।” [হাদীসটি মুসলিম (তাহরাত/৪৩৯) বর্ণনা করেন]

‘প্রস্রাব থেকে পবিত্র থাকত না’ এর অর্থ হলো: সে তা এড়িয়ে চলত না এবং এ থেকে সতর্ক থাকত না। তাই দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়জে এই শর্তে যে, প্রস্রাবের ছিটি কাপড় বা শরীরে লাগার আশঙ্কা থাকবে না। (৭৭৭০) নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

প্রশ্নের অন্য অংশগুলোর জবাব:



কাপড়ে নাপাকি লাগলে কি গোসল ওয়াজবি হয়?

১. কারো কাপড়ে নাপাকি লাগলে তার উপর গোসল ওয়াজবি হয় না। কারণ নাপাকি লাগা ওয়ু বা গোসল ভঙ্গরে কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। গোসল ওয়াজবি হয় বড় অপবত্রিতার কারণে, আর ওয়ু ওয়াজবি হয় ছোট অপবত্রিতার কারণে। নাপাকি কোনো ‘হাদাস’ (অপবত্রিতার অবস্থা) নয়। তাই কটে যদি পবত্রির অবস্থায় থাকে এবং তার কাপড়ে নাপাকি লিগে যায়, তাহলে সে অপবত্রি হয়ে যায় না। এ অবস্থায় তার কর্তব্য শুধু নাপাকি দূর করা।

বান্দাকে তার কাপড় থেকে নাপাকি দূর করার নরিদশে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ

“এবং তোমার পোশাক পবত্রি রাখো।” [সূরা আল-মুদ্দাসসরি: ৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুস্রাবের রক্ত কাপড়ে লাগলে বলছেন: “তুমি তা (রক্ত) ঘষে ফেলেবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে, তারপর তা ধুয়ে ফেলে সই কাপড়ে নামায পড়বে।” [হাদীসটি বুখারী (হাযযে/২৯৭) বর্ণনা করেন] যদি নাপাকযুক্ত বস্তুটি নংড়ানো সম্ভব হয়, তাহলে তা নংড়ানো আবশ্যিক।

নাপাকি কীভাবে দূর করব?

২. নাপাকি ধুয়ে দূর করতে হবে যতক্ষণ না এর চহ্ন দূর হয়ে যায়। কাপড়ে নাপাকি লাগলে শুধু কাপড়ের যে অংশে নাপাকি লিগেছে সেইটুকু ধোয়া ওয়াজবি। বাকি অংশ ধোয়া জরুরি নয় এবং কাপড় পরবির্তন করাও আবশ্যিক নয়। তবে কটে যদি কাপড় পরবির্তন করতে চায়, তাতে কোনো অসুবিধা নই।

নাপাকযুক্ত কাপড়ে নামাজ পড়ার বধিান

৩. নাপাকযুক্ত কাপড়ে নামায পড়ার বধিান প্রসঙ্গে বলব: জনে রাখা আবশ্যিক: **নাপাকি থেকে পবত্রিতা নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত**। কটে যদি নাপাকি থেকে পবত্রি না হয়ে নামায পড়ে, তাহলে তার নামায বাতলি। কারণ সে নাপাকি সহকারে নামায পড়েছে। আর কটে যদি নাপাকি সহকারে নামায পড়ে তাহলে সে এমনভাবে নামায পড়ল যভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল চাননি এবং নরিদশে করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণতি: “যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করে যে ব্যাপারে আমাদের নরিদশে নই, তা প্রত্যাখ্যাত।”

কাপড়ে নাপাকি লাগার ববিধি অবস্থা



১. যদি ব্যক্তি নিশ্চিত হয় যে নাপাকি কাপড়ের নরিদষিট কোনও স্থানে লগেছে, তাহলে সেই স্থানটি ধোয়া ওয়াজবি।
২. যদি প্রবল ধারণা হয় যে নাপাকি কোনও নরিদষিট স্থানে লগেছে।
৩. যদি নাপাকির স্থান সম্পর্কে কেবল সম্ভাবনা থাকে।

তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় ব্যক্তিকি অনুসন্ধান করতে হবে। যে স্থানে নাপাকি লগেছে বলে প্রবল ধারণা হয়, সটোঁ ধুয়ে ফেলবে। দেখুন: ইবনে উছাইমীনের ‘আশ-শারহুল মুমত’ (২/২২১)।

সামান্য (অল্প) নাপাকির বধিান

কিছু আলমে বলছেন: কোনও অবস্থাতই সামান্য নাপাকি ক্ষমারহ নয়।

আবার কটে কটে বলছেন: সব ধরনের নাপাকির সামান্য পরিমাণ ক্ষমারহ। এটি ইমাম আবু হানীফার মাযহাব ও শাইখুল ইসলাম (ইবনে তাইমযিয়া)-র নরিবাচতি অভিমত। বিশেষতঃ এমন বিষয়গুলোর ক্ষত্রে যেগুলোর দ্বারা মানুষ প্রায়শই আক্রান্ত হয়। কারণ এগুলো থেকে সতর্ক থাকা ও পবিত্র হওয়া কষ্টকর, অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“তনি দ্বীনরে ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনও কষ্ট চাপিয়ে দেননি।” [সূরা আল-হাজ্জ: ৭৮]।

তাই আবু হানীফা ও শাইখুল ইসলামের অভিমতই সঠিক। যসেব সামান্য নাপাকি থেকে বাঁচা কঠনি বলে ক্ষমারহ, তার মধ্যে রয়েছে প্রস্রাব ঝরা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সামান্য প্রস্রাব, যদি সে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। দেখুন ইবনে উছাইমীনের ‘আশ-শারহুল মুমত’ (১/৩৮২)।

আর সামান্যের সীমানা হলো— মধ্যম শ্রণেরি মানুষ যটোকে ‘বশে’ বলে গণ্য করে, সটোঁ বশে; আর যটোকে তারা ‘সামান্য’ বলে গণ্য করে, সটোঁ সামান্য।”

সুতরাং বলা যায়: মূলনীতি হলো কারো কাপড়ে প্রস্রাবের কয়কে ফোঁটা লাগলে সে যতটুকু লগেছে ততটুকু ধুয়ে ফেলবে যতক্ষণ না নাপাকি দূর হওয়ার প্রবল ধারণা হয়। আর যটোকে ধোয়া যায়নি সটোঁ উপরে উল্লিখিত ক্ষমার যোগ্য সামান্য নাপাকির অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।

নাপাকি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে এর বধিান

নাপাকি সম্পর্কে যে জানত না তার ব্যাপারে শাইখ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

“যদি সে নামায শেষ হওয়ার পরেই কেবল নাপাকি বিষয়টি জানতে পারে, তাহলে তার নামায শুদ্ধ। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে থাকা অবস্থায় জবরীল আলাইহিস সালাম তাঁকে জানালেন যে তাঁর জুতা ময়লা রয়েছে, তখন তিনি জুতা খুলে ফেললেন। কিন্তু নামায নতুন করে শুরু করলেন না। একইভাবে কউে যদি নামাযের আগে নাপাকি কথা জানে থাকে, তারপর ভুলে গিয়ে নামায পড়ে ফলে এবং নামাযের পরে মনে পড়ে; তাহলেও তার নামায শুদ্ধ। এটি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর আলোকে: “হে আমাদের রব, আমরা যদি বিস্মৃত হই বা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না। ...”

আর যদি নামাজে থাকা অবস্থায় কাপড়ে নাপাকি আছে কনি এমন সন্দেহ হয়, তাহলে নামায ছেড়ে দেওয়া জাযযে নই; চাই সে ইমাম হোক বা একাকী নামাযী। বরং তার কর্তব্য নামাজ পূর্ণ করা।”[ফাতাওয়া শাইখ ইবনে বায (১২/৩৯৬-৩৯৭)]

নাপাকি দূর হয়েছে কনি এ বিষয়ে সন্দেহের বধিান

৪. নাপাকি দূর হয়েছে কনি সে বিষয়ে সন্দেহের মাসআলা: কাপড়ে নাপাকি লাগলে এটি মূল অবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং এ মূল অবস্থাটি নিশ্চিতি বিষয়, যতক্ষণ না তা দূর হয়। সুতরাং যদি সন্দেহ হয় যে নাপাকি দূর করা হয়েছে কনি, তাহলে নিশ্চিতি বিষয়ের উপর নরিভর করবে। আর তা হলো নাপাকি এখনো দূর হয়নি।

এর বিপরীতে, যদি কউে নিশ্চিতি থাকে যে সে পবিত্র, তারপর সন্দেহ হয় যে তার কাপড়ে নাপাকি লিগেছে কনি; তাহলে বলা হবে যে মূল অবস্থা হলো পবিত্রতা। কারণ সটৌই নিশ্চিতি।

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন: ‘একজন মানুষের কাপড়ের মূল অবস্থা হলো পবিত্র হওয়া, যতক্ষণ না শরীর বা কাপড়ে নাপাকি লাগার ব্যাপারে নিশ্চিতি হয়। এই মূলনীতির সপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী প্রমাণ দেয়, যখন এক ব্যক্তি নামাযে কিছু অনুভব করার (অর্থাৎ অযু ভাঙার) অভিযোগ করলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “সে ততক্ষণ পর্যন্ত নামায ছাড়বে না যতক্ষণ না শব্দ শুনতে পায় বা গন্ধ পায়।”

তাই যদি ব্যক্তি বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিতি না হয়, তাহলে মূল অবস্থা হলো পবিত্রতা। কাপড়ে নাপাকি লাগার প্রবল ধারণা হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ নিশ্চিতি না হওয়া যায় ততক্ষণ মূল অবস্থা হলো পবিত্রতা বহাল থাকা।”[ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন (১১/১০৭)]

৫. কাপড়ে নাপাকি থাকা অবস্থায় কেবল নামায পড়া নিষিদ্ধ, এমনকি যদি অপবিত্র অবস্থা (হাদাস) থেকে পবিত্র থাকে



তবুও। অন্যান্য আমল, যমেন কুরআন তলিওয়াত ও অন্যান্য ইবাদত; সগেলো নষিদ্ধ নয।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।